ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 26 2002

তালিকায় বরিশালের নামকরা স্কুলগুলোও রয়েছে

এবারও অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ

বরিশাল প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও এসএসসি পরীক্ষায় ফিস বাবদ শহরের স্কুলগুলোতে নির্ধারিত ফি থেকে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। ফলে নিম্নবিত্ত অভিভাবকরা পড়েছেন চরম সংকটে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে পরীক্ষার ফিসের কথা উল্লেখ করে নেওয়া টাকার পরিমাণের বিষয়েই শুধু তারা খবরদারী করতে পারে।

বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ও যোগাযোগ করে সংগৃহীত তথ্যে জানা গেছে এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রদের শুধু এক বিষয়ে দেওয়া পরীক্ষার জন্য বোর্ড নির্ধারিত ফিস হচ্ছে মাত্র ১৯০ টাকা। কিন্তু ব্যাপটিস্ট মিশন বালিকা বিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫ গুণ বেশি ৯৩০ টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। বিএম স্কুল ৭৭৫-৮০০ টাকা নিচ্ছে এ জন্য। শহরের বেশ কটি স্কুল সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ আছে। ফেল করা ছাত্রদের বেতন, সেশন চার্জ বা অন্যান্য ফিসের আবশ্যিকতা না থাকলেও আদায় করা হচ্ছে সেশন চার্জ, বার্ষিক ফিস, জানুয়ারি মাসের বিশেষ চার্জ, তিনমাসের বেতন ইত্যাদি বাবদ কয়েকগুণ বেশি অর্থ।

বরিশাল বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পিয়ার উদ্দীন আহমেদ সূত্রে জানা গেছে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ড নির্ধারিত হচ্ছে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য ৪৯০ এবং বিজ্ঞানবিভাগের জন্য ৫১০ টাকা। কিন্তু সরকারি জেলা স্কুলেই পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১২০০ টাকা দাবির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত ফি আদায়ের জন্য গতবার এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষামন্ত্রণালয়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। আরেকটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সদর বালিকা বিদ্যালয় মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ৯৯০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিদ্যালয় মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ৯৯০ টাকা এবং বিজ্ঞান শাখায় ১০৫০ টাকা নিচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে। এর মধ্যে মডেল টেস্ট বাবদ ১৫০ টাকা, পিকনিকের জন্য ১৫০ টাকা, কেন্দ্র ফি ববাদ ১২০ টাকা স্কুলের বিভিন্ন তহবিল বাবদ ১২০ টাকা নেয়া হচ্ছে।

সরকার মেয়ে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বেতন মওকুফ এবং উপবৃত্তি চালু করলেও পরীক্ষার ফিসের অর্থ আদায়ের শাহিলকী পদ্ধতিতে এগিয়ে আছে বালিকা বিদ্যালয়গুলোই। জগদীশ বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান শাখা ১৪৬০ এবং অন্যান্য শাখায় ১৪০০ টাকা আদায়ের কথাই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে সংবাদকর্মীরা শিকার হয়েছেন দুর্ব্যবহারের।

এসএসসি পরীক্ষায় ফি আদায়ে বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৫৪০ থেকে ২০০০ টাকার হার নির্ধারণ ও প্রচলনের চেষ্টা করা হলেও এ উদ্যোগ সফল হয়নি। সমিতির সভাপতির খোদ বিএম স্কুলেই বিজ্ঞান শাখায় ১৩৮০ টাকা এবং অন্যান্য শাখায় ১৩০০ টাকা ফি ধরার কথা বলা হলেও আরো অনেক বেশি অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ আর এস স্কুল পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকা আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে রাজি হননি সংবাদকর্মীদের অনুসন্ধানের জবাবে। ব্যাপটিস্ট মিশন ও উদয়ন স্কুলের মতো মিশনারী স্কুলগুলোতে বেতনের হার এমনতিই বেশি। অথচ তারা ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা ফিস আদায়ের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে বলে ছাত্রদের যোগাড় করতে বলেছেন ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা।

কোচিং, পিকনিক কেন্দ্র ফি সহ বিভিন্ন খাত ও তহবিলের নামেই স্কুলগুলো পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ অর্থ আদায় করে। বোর্ডের তদারকি এড়ানোর জন্য পরীক্ষার ফিস বাবদ খাতে বোর্ড নির্ধারিত অংকই দেখানো হয়। ফলে বোর্ডের করণীয় কিছু থাকে না। বাকি টাকা নেওয়া হয় গভর্নিংবডির অনুমোদনে ধার্যকৃত খাত বাবদ। এসব অতিরিক্ত অর্থ আয়-ব্যয়েরও কোনো আনুষ্ঠানিক হিসাবপত্র রাখা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। পরীক্ষার্থীর ক্লাস ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ ও মার্চে পরীক্ষা হলেও জুন মাস পর্যন্ত বেতন আদায় করে অনেক স্কুল। আবার এ অতিরিক্ত বেতন পরিশোধের পরেও ক্লাসের বদলে উচ্চহারে কোচিং ফি নেওয়া হয় বাধ্যতামূলকভাবে।